...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
রাজস্ব (এসএ) শাখা
www.sylhet.gov.bd

নম্বর ০৫.৪৬.৯১০০.০০০.৯৯.০০১.১৬.৭১৩

তারিখ: ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
১৯ মে ২০২০

বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) জনিত প্রাদুর্ভাবের কারণে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হওয়ায় বিভিন্ন দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্বের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল অনেক দেশ খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ না হওয়ায় নিকট ভবিষ্যতে খাদ্য সংকটের আশংকা করছে।

বাংলাদেশের জমি অত্যন্ত উর্বর। এ দেশের সম্মানিত কৃষকগণ নিরলস পরিশ্রম করে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু কিছু ব্যক্তি কৃষি কাজে সম্পৃক্ত না থেকে কৃষি জমির মালিকানা অর্জন করে জমি অকারণে ফেলে রেখেছেন। এ বছর রবি মৌসুমে জেলার প্রায় ৫৫০০০ হেক্টর জমি অনাবাদি ছিল। উল্লেখিত জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

চলমান করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য সংকট নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষি কাজের উপযুক্ত সকল জমিকে চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি উৎপাদনে জেলার চাষাবাদযোগ্য সকল জমিকে চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসার; এমনকি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসমূহের মধ্যে পড়ে থাকা আবাদযোগ্য জমিতে ধানসহ অন্যান্য ফল-ফলাদি চাষাবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোন অকৃষি প্রজা কৃষি জমি অর্জন করে কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া জমি ৫ বছর চাষাবাদে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন,১৯৫০ এর ৯২(১)(ঘ) উপধারা অনুযায়ী প্রজার স্বার্থ বিলুপ্ত হবে এবং উক্ত আইনের ৯২(২) উপধারা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার উক্ত অনাবাদি জমি খাস ঘোষণা করতে পারবেন।

এমতাবস্থায়, জাতীয় স্বার্থে এবং চলমান করোনা পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় সিলেট জেলার সকল জমির মালিককে তার আবাদযোগ্য জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

১৯-৫-২০২০
এম কাজী এমদাদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
ফোন: ০৮২১-৭১৬১০০
ইমেইল: dcsylhet@mopa.gov.bd